দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 10 JAN 2013
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৩

সেশনজটে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

ছয় বছরেও শেষ হয়নি সম্মান কোর্স

■ কুমিল্লা প্রতিনিধি

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুবি) ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষার্থীরা মারাত্মক সেশনজটের শিকার হয়েছে। প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থীরা ৪ বছরের সম্মান কোর্স শেষ করতে পারেনি ৬ বছরেও। একই অবস্থা অন্যান্য ব্যাচেও। চরম অনিশ্চয়তায় ওই বিভাগের তিন শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী।

জানা যায়, ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষে ৫০ শিক্ষার্থী ও মাত্র দুইজন শিক্ষক নিয়ে প্রথম ব্যাচের ক্লাস শুরু হয়। শুরু থেকেই শিক্ষক সংকটের কারণে এতে পারেনি শিক্ষার্থীরা। একই বছর ২য় ব্যাচ ক্যাম্পাসে আসে। কিন্তু নতুন শিক্ষক নিয়োগ না দেয়ায় এ সংকট আরো প্রকট আকার ধারণ করে।

জানা গেছে, বর্তমানে ৭টি ব্যাচে মোট প্রায় ৩৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ১১ জন শিক্ষক রয়েছে। শিক্ষক সংকটের সাধব হলেও নেই পর্যাপ্ত ক্লাসরুম। ফলে নিয়মিত ক্লাস-পরীক্ষা হয়ে না বলে শিক্ষার্থীদের অভিযোগ। প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থীরা জানায়, ভর্তি হওয়ার পর ৬ বছর চলে গেলেও শেষ হয়নি ৪ বছরের সম্মান কোর্স। গত বছরের এপ্রিলে ফাইনাল সেমিস্টার পরীক্ষা দেয় তারা। পরীক্ষার তিন মাসের মধ্যে রেজাল্ট প্রকাশের বিধান থাকলেও ৮ মাস অতিক্রমের পরও রেজাল্ট হয়নি।

শিক্ষার্থীরা এ নিয়ে পরীক্ষা কমিটি এবং বিভাগীয় শিক্ষকদেরই দায়ী করছেন। শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলে জানা যায়, ৮ মাসেও রেজাল্ট না পাওয়ায় তারা চাকরির জন্য কোথাও আবেদন করতে পারছে না। জানা যায়, সবচেয়ে খারাপ অবস্থা ২য় ব্যাচের। ৫ বছরে তারা শেষ করেছে মাত্র ৭টি সেমিস্টার।

৮ম সেমিস্টার ক্লাস শুরু হওয়ার দুই মাস পেরিয়ে গেলেও ম্যানেজারিয়াল একাউন্টিং কোর্সটির ক্লাস এখনো শুরু হয়নি। ফলে মারাত্মক সেশনজটে পড়ছে এ ব্যাচের শিক্ষার্থীরা। অভিযোগ রয়েছে প্রতি সেমিস্টারেই বিজনেস ম্যাথমেটিকস, স্ট্যাটিস্টিকস, ফিনান্স, ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট, অপারেশন ম্যানেজমেন্ট, ম্যানেজারিয়াল একাউন্টিং কোর্সগুলো নিয়ে শিক্ষকদের মাঝে গড়িমসি শুরু হয়। এ নিয়ে শিক্ষকদের মান নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। এছাড়াও অন্যান্য ব্যাচের শিক্ষার্থীরাও একই অভিযোগ করে। ৫ম ব্যাচের শিক্ষার্থীরা জানায়, পরীক্ষা শেষ হওয়ার দুই মাস পেরিয়ে গেলেও এখনো ক্লাস শুরু হয়নি। যথাযথ সময়ে ফলাফল প্রকাশ করে ক্লাস-পরীক্ষা শুরু করে সেশনজট থেকে তাদের মুক্ত করার দাবি জানিয়েছে শিক্ষার্থীরা।